(৩৭)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 25, 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মানদানে মন্ত্রিসভা কমিটির অষ্টম সভায় নতুন সিদ্ধা

ডিগ্রী কলেজের নীতিমালায় ফাজিল কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্ত করা হবে

সুলতান মাহমুদ

১১১৮টির মধ্যে শর্তের মারপ্যাঁচে অধিভুক্তির আবেদন পর্যায়েই ছেঁটে ফেলা হবে সহস্রাধিক মাদ্রাসা

নীতিগত সিদ্ধান্তের পর ফাজিল কামিলকে মানদানে গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির অষ্টম সভায় আরো একটি নতুন শর্ত যুক্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাজিল কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী কলেজ অধিভুক্তির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। যে সব মাদ্রাসা ২০০০ সালে সিন্ডিকেট কর্তৃক সংশোধিত ডিগ্রী কলেজ অধিভুক্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে সেসব মাদ্রাসা কোন অবস্থাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করা হবে না। অর্থৎ ওইসব ফাজিল কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান পাওয়ার সুযোগ আহবায়ক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) আবদুল মান্নান ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সূত্রের অনুযায়ী, যুগ যুগের দাবী ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এফিলি ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মা ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্সের মানদানে শিক্ষা কমিশ সরকার-গঠিত একাধিক কমিটির সুপারিশ করলেও চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীর অব্যাহত চাপের সব কিছু উপেক্ষা করে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজি কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মানদানে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব মাদ্রাসা অধিভুক্তির সুযোগ পাবে সেসব মাদ্রাসার

ডিগ্রী কলেজের নীতিমালায়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষায় কার্যক্রম অনুসরণে বাধ্য হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইন ও ধারায় ডিগ্রী কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সেসব ধারা ও আইনের মাধ্যমেই অধিভুক্তির সুযোগ অর্জনকারী মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, নতুন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী কলেজের অধিভুক্তির নীতিমালা ফাজিল কামিল মাদ্রার অধিভুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর করা হলে ক'টি মাদ্রাসা ওই নীতিমালা অনুসরণ করতে পারবে তা নিয়ে খোদ মাদ্রাসা বোর্ডের নীতি-নির্ধারকরা প্রশ্ন তুলেছেন। প্রসঙ্গত এ কর্মকর্তা বলেন, পূর্বে প্রথম দফায় প্রতিটি জেলায় একটি করে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্তির যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল নয়া এ শর্তের কারণে সে সুযোগও সংকোচিত হয়ে যাবে।

সভা শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী কলেজ অধিভুক্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ ২০০০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে সে অনুযায়ী যে বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে- অধিভুক্তির জন্য মেট্রোপলিটন/পৌর/শিল্প ও মফস্বল এলাকাভেদে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের এক থেকে দুই একর অখণ্ড জমির ওপর নিজস্ব ক্যাম্পাস; প্রশাসনিক কক্ষ, শিক্ষার্থীদের কমন কক্ষ ছাড়াও অন্তত ৭শ' বর্গফুট আয়তনের ন্যূনতম ১০টি শ্রেণী কক্ষ; প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩ জন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক; প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অন্তত তিন হাজার পুস্তক ছাড়াও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বুকসহ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার; আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের এলাকায় কমপক্ষে দু'টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রতি শাখায় ৮০ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী; প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপারেটরসহ কম্পিউটার অবশ্যই থাকতে হবে।

ফাজিল কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্তির ক্ষেত্রেও এসব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হবে। এ বিষয়গুলো প্রসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হলে নাম না প্রকাশ করার শর্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, অধিভুক্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কলেজের অধিভুক্তির নীতিমালা অনুসরণ করা হলে মোট এক হাজার ১১৮টি ফাজিল কামিল মাদ্রাসার মধ্যে নিতান্তই হাতেগোনা কয়েকটি মাদ্রাসা অধিভুক্তির আবেদনের যোগ্য হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে এ কর্মকর্তা বলেন, ফাজিল কামিল ডিগ্রীর জন্য পৃথক ক্যাম্পাস করার শর্ত শিথিল না করলে সহস্রাধিক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এ সুযোগের চিন্তা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকেও প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণাদি সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে না পারায় এ বিষয়ে আগামী রোববার পর্যন্ত সভা মুলতবি করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যক্রম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমসহ সমুদয় তথ্য-প্রমাণ সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন সাপেক্ষে রোববার এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণসাপেক্ষে মন্ত্রিসভা কমিটির প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হলে আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে আইন মন্ত্রণালয়ে। যাচাই-বাছাই শেষে আইন মন্ত্রণালয় পাঠাবে সংসদে।

সূত্র জানায়, গত কয়েকটি সভার ধারাবাহিকতায় গতকালের সভায়ও কমিটির সদস্য জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী চলতি শিক্ষা ছর থেকেই ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দেয়ার জন্য ঠকে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে মিটির আহবায়ক আবদুল মান্নান ভূইয়া